স্কুল পর্যায়ে জঙ্গি কানেকশন অঙ্কুরেই বিনাশ করুন

কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গির যাতায়াতকে কেন্দ্র করে রাজধানীর উত্তরার ধর্মভিত্তিক ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইফ স্কুল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিশুদের এই স্কুলের সাবেক দু'জন শিক্ষক ফয়সাল হক ও মাঈনুল ওরফে মুসা এখন নব্য জেএমবির হাল ধরেছেন বলে মনে করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা। এছাড়া পুলিশের অভিযানে নিহত নব্য জেএমবির দু'জন গুরুত্বপূর্ণ নেতা মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলাম ও তানভীর কাদেরীরও এ স্কুলে যাতায়াত ছিল। তাদের বাসাও ছিল ওই স্কুলের কাছাকাছি। জানা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ এ চার জঙ্গি নেতা গত বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে সপরিবারে উত্তরা এলাকা ছাড়েন। আর একই সময়ে বাড়ি ছেড়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন-- নিবরাস, তাওসিফ, শেহজাদ রউফসহ গুলশানের হলি আর্টিজান ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় হামলায় জড়িত সাত জঙ্গি।

একটি সহযোগী দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের ১৫ নম্বর সড়কে ভাড়াবাড়িতে লাইফ স্কুলটি চালু হয় ২০১৩ সালের জুলাইয়ে। এর উদ্যোক্তা আটজন। তাদের মধ্যে চারজন হলেন একটি বেসরকারি মুঠোফোন কোম্পানির মধ্যম সারির সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। অন্যদের মধ্যে একজন বুয়েটের সহকারী অধ্যাপক, একজন কানাডা থেকে এমবিএ পাস করা এবং দু'জন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস করা। লাইফ স্কুলের প্রধান উপদেষ্টা করা হয় ঢাকার নাজিরাবাজার মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে। স্কুলটির এখন শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১০ জন। কেমব্রিজ ও ইসলামিক পাঠ্যক্রম সংমিশ্রণে স্কুলে পাঠদান করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, মালয়েশিয়ায় পড়াশোনা করা ফয়সাল হক লাইফ স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ২০১৫ সালের শুরুর দিকে। আর ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে যোগ দেন মাঈনুল ইসলাম। সেনাবাহিনী থেকে আগাম অবসরে গিয়ে মেজর জাহিদ লাইফ স্কুলের খুব কাছাকাছি একটি বাসায় ওঠেন। মেয়েকে ওই স্কুলের কেজি ওয়ানে ভর্তি করান। একই বাড়িতে জাহিদের পাশের ফ্ল্যাটে সপরিবারে থাকতেন মাঈনুল ওরফে মুসা। আর তানভীর কাদেরী থাকতেন একই সেক্টরের ১৩ নম্বর সড়কের ৬২ নম্বর বাসায়। তানভীর কাদেরী কিশোর দুই ছেলেকে নিয়ে লাইফ স্কুলে নামাজ পড়তেন। যদিও তার ছেলেদের ওই স্কুলে পড়াতেন না, তারপরও তারা কেন লাইফ স্কুলে আসতেন, এর উত্তর স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পাওয়া যায়নি।

বোঝাই যাচ্ছে, লাইফ স্কুলকে জঙ্গিরা তাদের মতাদর্শ প্রচারের আস্তানা বানিয়েছিল। শুধু লাইফ স্কুল নয়, এরকম আরেকটি স্কুলের ('পিস' স্কুল) খবরও আমরা জানি যেখান থেকে জঙ্গিবাদকে মদদ দেয়া হয়েছিল। পিস স্কুল সরকারিভাবে বন্ধ করা হলেও নতুন নামে একই শিক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে আরেকটি স্কুল বানানো হয়েছে। নতুন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে সরকারি দলের এমপি ও নেতাকর্মীরা যুক্ত হয়েছেন।

এসব খবর আমাদের শঙ্কিত করে। লাইফ স্কুলের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে আরও কোন জঙ্গি লুকিয়ে আছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ নেয়া প্রয়োজন। এটাকে স্কুল না বলে মাদ্রাসা বলাই ভালো। ইদানীং আমরা দেখতে পাচ্ছি, অসংখ্য বিচিত্র, বিকৃত ও বহুরূপী মাদ্রাসা এবং স্কুল কোন রকম নিয়মকানুন ছাড়াই দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে।

তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে না। কোমলমতি শিশুদের মনে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ ঢুকিয়ে দেয়ার যে অপচেষ্টা লাইফ স্কুলের মতো মাদ্রাসাগুলোতে করা হচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে আগামীতে আরও ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে দেশকে। এছাড়াও এ ধরনের স্কুলের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এমপি এবং নেতাকর্মীরা কোন উদ্দেশ্যে যুক্ত হয়েছেন সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করছি। কাজেই বিষয়টিকে মোটেই হালকা করে দেখা যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব লাইফ স্কুলকে বন্ধ করতে হবে। জঙ্গিরা কিভাবে বা কার মাধ্যমে ওই স্কুলে নিয়োগ পেল তা খতিয়ে দেখতে হবে। স্কুলটির মালিকদের সম্বন্ধেও খোঁজখবর নেয়া উচিত। এ ধরনের স্কুল যেন কোনক্রমেই আর চালু হতে না পারে সে কাজটিও করতে হবে।

আমরা আশা করব, জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকার যেন প্রকৃত অর্থেই 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে অটল থাকে। দলীয় সদস্যদের কেউ যেন ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য 'পিস' বা 'লাইফ' স্কুলের মতো জঙ্গিবাদী স্কুলকে পুনঃস্থাপন না করে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।